প্রথম আলো

তা 25 JAN 2017
পৃষ্ঠা 2 ... 2 .....

ছাত্রলীগের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে গতকাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ● ছবি : ফোকাস বাংলা

সবার আগে শিক্ষা, পরে রাজনীতি : শেখ হাসিনা

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের পুনর্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ছাত্রলীগের প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'মনে রাখতে হবে, ছাত্ররাজনীতি আমরা করব। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করাটাই হচ্ছে সব থেকে বড় এবং সবার আগের কাজ।'

গতকাল মঙ্গলবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের ৬৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের পুনর্মিলনীতে এসে পৌঁছান। বক্তব্যের শুরুতে ছাত্রলীগের ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন তিনি।

ছাত্রলীগের এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান চলাকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আশপাশসহ শহরের বিভিন্ন সড়কে সৃষ্টি হয় যানজট।

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বইটি পড়ার পরামর্শ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'এটা প্রত্যেক নেতা-কর্মীর পড়া উচিত এবং পড়ে সেখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ধনসম্পদ চিরদিন থাকে না। কিন্তু একটা আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করলে, দেশ ও জাতিকে কিছু দিতে পারলে সেই সম্পদটা থাকে।' তিনি বলেন, 'ছাত্রদের জন্য সব থেকে বড় সম্পদ শিক্ষা। কারণ, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই পারে একটি দেশ ও জাতিকে দারিদ্র্যমুক্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।'

সম্পদ অর্জনের বিষয়ে নিজের পরিবারের উদাহরণ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি এবং রেহানা, আমাদের ছেলেমেয়েদের একটা কথা সব সময় শেখাই, সেটা হলো- আমরা একটাই সম্পদ তোমাদের দিয়ে যেতে পারি, সেটা হলো শিক্ষা। শিক্ষা গ্রহণ করলে, কোনো হাইজ্যাকাররা হাইজ্যাক করতে পারবে না। কেউ চুরি করতে পারবে না, কেড়ে নিতে পারবে না। শিক্ষাই হচ্ছে চলার পথের পাথেয়। শিক্ষা গ্রহণ করলে শুধু নিজের জীবন না, দেশ ও জাতিকে কিছু দেওয়া যেতে পারে।' জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ এবং মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'এগুলোর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মাদকাসক্তি শুধু মানুষ না, একটা পরিবারকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।'

অশিক্ষিতদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যাদের বিদ্যা অর্জনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তাদের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পড়লে দেশের কী দুরবস্থা হতে পারে, তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, ৭৫ সালের পর থেকে।' শেখ হাসিনা বলেন, 'নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু করতে পারলে, বাংলাদেশ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব না কেন?' ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ গড়ারও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। তিনি বলেন, 'আমার পথে আমরা যে যাত্রা করেছি, তা যেন থেমে না থাকে। ছাত্রলীগকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'আজকে গ্রাম শহরে রূপান্তরিত হয়েছে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। আজকে দারিদ্র্যের হার কমেছে, শিক্ষার হার বেড়েছে। এই বাংলাদেশের স্বপ্নই বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন।'

ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে পুনর্মিলনীতে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সাবেক সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকেরা।